Visit Our Website : natunchithi.co.in

# নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৮ এপ্রিল, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ৭ এপ্রিল, ২০১৪ ২৩ চৈত্র, ১৪২০

## বর্ধমানে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সাইদুল হক ও ঈশ্বরচন্দ্র দাস

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ৭ মার্চ, বর্ধমান :** বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী সেখ সাইদুল হক এবং বর্ধমান-পূর্ব কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস আজ মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন বর্ধমানের জেলা শাসক সৌমিত্র মোহনের কাছে। এদিন বর্ণাঢ্য মিছিল সহ পার্কাস রোড সংলগ্ন পার্টির জেলা দপ্তর থেকে সাইদুল হক ও ঈশ্বরচন্দ্র দাস এসে পৌঁছান জেলাশাসকের দপ্তরে। উপস্থিত ছিলেন সি পি আই(এম) পার্টির জেলা সম্পাদক অমল হালদার সহ সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য যথাক্রমে অচিন্ত্য মল্লিক, বীরেশ মণ্ডল,

আইনুল হক, তাপস সরকার, অঞ্জন চ্যাটার্জী, কালিশঙ্কর পাল প্রমুখ। মিছিলে প্রায় পাঁচ শতাধিক বামফ্রন্টের কর্মী ও সমর্থকদের ভিড় ছিল।

## বর্ধমানে কালীশঙ্কর পাল ও তাঁর পরিবারের উপর তৃণমূলি আক্রমণ : থানায় গণডেপুটেশন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান :** প্রবীণ শ্রমিক নেতা কালীশঙ্কর পাল আক্রান্ত হলেন তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের হাতে। ১ এপ্রিল রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় ১৬ নং ওয়ার্ডের কয়েকজন তৃণমূলি দুষ্কৃতী সেখ ইনসান (গাবু), সেখ সাবির মহম্মদ (বাপ্পা), সেখ আজিবর রহমান, সুব্রত রায় (তপু), পিন্টু ঘোষ সকলে মিলে কালীশঙ্কর পালের বাড়ি আক্রমণ করে। তাঁর পুত্রবধূর উপর চড়াও হয়ে দুষ্কৃতীরা তাঁর শ্লীলতাহানি ঘটায়। প্রবীণ এই শ্রমিকনেতাকে দুষ্কৃতীরা মাটিতে ফেলে রক্তাক্ত করে। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। দুষ্কৃতীদের হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতে এলে দুষ্কৃতীরা তাঁর পুত্রকে রিভলবার ঠেকিয়ে খুন করতে উদ্যত হয়। কালীশঙ্করবাবু অচৈতন্য হয়ে পড়ে যাওয়ায় দুষ্কৃতীরা দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। ২ এপ্রিল কালীশঙ্কর পালকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে। বর্তমানে তিনি ঘরে শয্যাশায়ী। এ বিষয়ে থানায় সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ জানানো হয়।

এ দিন বামফ্রন্টের পক্ষে বর্ধমান থানার আই সির কাছে উক্ত ঘটনার অভিযুক্ত পাঁচজনের নামে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানানো হয়। সি পি আই(এম) বর্ধমান শহর জোনাল কমিটির সম্পাদক তাপস সরকার এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, বর্ধমান পুরসভার নির্বাচনের মতোই লোকসভা নির্বাচনের আগে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। পুলিশের কাছে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনো ফল তো হচ্ছেই না, উল্টে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করে বামফ্রন্ট কর্মীদের বেছে বেছে গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে। পুলিশের উদাসীনতা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলছে বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

## দুর্গাপুরে শ্রমিকসভায় অমল হালদার

## শ্রমিক-বিরোধী কং-বিজেপি-তৃণমূলকে পরাস্ত করে বাম-গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের আহ্বান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৫ এপ্রিল :** দুর্গাপুরে ডিটিপিএস টাউনশিপের ওয়েলফেয়ার সেন্টারে ট্রেড ইউনিয়নগুলির উদ্যোগে ডিভিসি-র শ্রমিকদের উপস্থিতিতে 'বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণির দায়িত্ব ও কর্তব্য' শীর্ষক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বর্ধমান জেলা সম্পাদক অমল হালদার। তিনি বলেন, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ যে জনবিরোধী নয়া উদার অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে চলেছে, তারফলে ভারতের শ্রমিকশ্রেণি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি। কর্মহীনতা, ছাঁটাই, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বেকারিত্ব, স্বল্পবেতন এই নীতির ফলাফল। বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর অকল্পনীয় মুনাফাবৃদ্ধি আর লাগামহীন দুর্নীতি দেশের অর্থনীতিকে ছিবড়ে করে দিচ্ছে। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিজেপিও শ্রমিকশ্রেণি এবং জনবিরোধী নয়া উদারনীতির সমর্থকই শুধু নয়, জনগণের প্রতিরোধকে দুর্বল করার জন্য সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াতে চাইছে। মমতা ব্যানার্জী ও তৃণমূল মুখে শ্রমিক-দরদের কথা বলে, নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রতিটি পদক্ষেপকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীন সমর্থন করেছে। এমনকি, সাম্প্রতিককালে ইউপিএ সরকারের আনা শ্রমিকবিরোধী ব্যাঙ্ক, বিমা, পেনশন বিলে বিজেপির সাথে একযোগে সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের নেতৃত্বে সন্ত্রাসের রাজত্বে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে, বহু কারখানা বন্ধ হওয়ার মুখে, নতুন শিল্প হচ্ছে না। অন্যদিকে বামপন্থীরা ধারাবাহিকভাবে শ্রমিক-বিরোধী নয়া অর্থনৈতিক নীতির

*—এরপর চারের পাতায়*

## আসানসোলে বংশগোপাল চৌধুরীর প্রচার তুঙ্গে

## নির্বাচন কমিশন কি পারবে অবাধ নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে?

**নিজস্ব সংবাদদাতা,বর্ধমান ঃঃ** গত ২৭ মার্চ সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদক অমল হালদারের নেতৃত্বে জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে ১১ দফা অভিযোগ নিয়ে আগামী লোকসভা ভোট অবাধ করার দাবি ধজানানো হয়েছিল। তথ্য ও ছবি সহ অভিযোগে জানানো হয়েছিল বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩১০ জন, পঞ্চায়েত সমিতির ৩৬ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দাখিল করতে দেয়নি শাসকদল। জেলাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৩৬ জন, পঞ্চায়েত সমিতির ১২০ জন, জেলা পরিষদের ২ জন প্রার্থীকে ভয় দেখিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করানো হয়। ১০৭৮ টি বুথ দখল করা হয়। ১৬টি গণণাকেন্দ্র প্রশাসনের সামনে দখল নেয় শাসকদল। পরিবর্তনের পর এ পর্যন্ত ১৬ জন বামপন্থী নেতা অথবা কর্মীকে প্রকাশ্যে দিনের আলোয় খুন করা হয়েছে। অভিযুক্তরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ১৪ টি সি পি আই(এম) লোকাল কমিটির অফিস, ৩৫টি গণসংগঠনের অফিস জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ কোনো ব্যবস্থাই নেয় নি। এখানেই থেমে থাকেনি তৃণমূলিরা। প্রধান নির্বাচনে বাম প্রতিনিধিদের হয় আটক করেছে অথবা দখল নিয়েছে। প্রশাসন থেকেছে নির্লিপ্ত। পরে পুরসভা নির্বাচনে আরোও নক্কারজনক ভূমিকা নেয় প্রশাসন। লোকসভা নির্বাচনের আগেও তৃণমূল ধারাবাহিকভাবে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিস্থিতি সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছিল।

কিন্তু তার পরে কি পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটেছে? দিল্লির নির্বাচন কমিশন ভোট করবে জেনে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে বলে আশায় বুক বেঁধেছিলো মানুষ। কিন্তু এখন পর্যন্তও নির্বাচন দপ্তর তথা প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। বর্ধমান শহরে দেওয়াল লক্ষ করলেই স্পষ্ট হবে ছবিটা। শাসকদলের ছাড়া কারও কোনো দেওয়াল লিখন চোখে পড়বে না। কোথাও যদি লেখা হয়েছে, হয় মুছে দেওয়া হয়েছে, নতুবা মালিককে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এস পি এবং ডি এম জেলা তৃণমূলের সভাপতি এবং সম্পাদক বলে অভিহিত হন মানুষের মুখে মুখে। পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ড শাসকদলের হাতে তুলে দেওয়ার পুরস্কার হিসাবে এস

*—এরপর চারের পাতায়*

## লোকসভার নির্বাচনী প্রচারে বামফ্রন্ট প্রার্থী সাইদুল হক, ঈশ্বরচন্দ্র দাস ও রামচন্দ্র ডোম

বর্ধমান

জামালপুর

গুসকরা

# নতুন চিঠি

৭ এপ্রিল, ২০১৪


## সাংবিধানিক সংকটের মুখে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ পরম সৌভাগ্যক্রমে এমন এক মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছে, যিনি একাই একটি পক্ষ, আর সবাই তাঁর প্রতিপক্ষ। এক নিঃশ্বাসে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন। এই প্রতিপক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক দল হিসাবে এতদিন সি পি আই(এম)-ই ছিল এক এবং অনন্য। এখন তার সঙ্গে একই ব্র্যাকেটে উচ্চারিত হচ্ছে কংগ্রেস ও বিজেপি-র নাম। বস্তুত, রাজ্য ও দেশের কোনো দলই তাঁর সঙ্গে থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। বিচারবিভাগও ক্রমশ তাঁর প্রতিপক্ষ হয়ে উঠছে। কেননা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের একের পর এক 'অবজারভেশন' ও রায় তাঁকে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে ফেলছে এবং ক্রুদ্ধ করে তুলছে। বিশেষ কিছু বললে বা করলে তা যে তাঁর সহ্যের সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই মুহূর্তে, অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনের এই প্রাক্‌মুহূর্তে, তাঁর প্রতিপক্ষ হিসাবে শীর্ষে উঠে এসেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। তার অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবং অবাধ নির্বাচনের জন্য প্রশাসনিক নিরপেক্ষতাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় এস পি ও ডি এম-কে বদলির নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর সাহ্যের সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে গেছে। তিনি প্রকাশ্য জনসভায় চরম ক্রোধের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন, এই নির্দেশ তিনি কোনোক্রমেই মানবেন না। তাতে যা ঘটবে ঘটুক। তিনি এ-ও জানিয়ে দিয়েছেন, এতদিন পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩৫-৩৬ টি নেবেন ভেবেছিলেন, এবার ৪২টিই চাই।

অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী কটা আসন পাবেন, তা ভোটাররা নয়, তিনি নিজেই ঠিক করবেন। এবং নির্বাচন কমিশন কী করবে, তাও তিনিই ঠিক করে দেবেন। বিচারবিভাগের রায়ও তিনি ঠিক করে দেবেন, এমন কথা অবশ্য তিনি এখন পর্যন্ত বলেন নি। কিন্তু তিনি এতটাই ক্রুদ্ধ যে বিচারবিভাগের রায় অপচ্ছন্দ হলে যে-কোনো মুহূর্তে সে কথা বলেও ফেলতে পারেন। একেই কি 'মেগালোম্যানিয়া' বলে?

এক কথায়, একতন্ত্র ছাড়া আর কোনো তন্ত্রে তিনি বিশ্বাস করেন না। গণতন্ত্র, নিয়মতন্ত্র ইত্যাদিকে চলতে হবে এই একতন্ত্রেরই নির্দেশে। কেউ বেগরবাই করলে তিনি তাঁর দলের সশস্ত্র বাহিনীকে রাস্তায় নামিয়ে দেবারও হুমকি দিয়েছেন।

প্রতিপক্ষের মহাসমাবেশের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর এই আপসহীন লড়াই কোন সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকটকে ডেকে আনে, সেই চরম আশঙ্কায় এখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।

## নির্বাচন কমিশনের পক্ষে ই ভি এম নিয়ে প্রচার

### এক ডজন প্রশ্ন

১. বর্ধমান জেলার প্রথম পৌরসভা কোনটি?
২. বর্ধমান শহরের স্বীকৃতি কবে দেওয়া হয়?
৩. বর্ধমান পুরসভা কবে থেকে কাজ শুরু করে?
৪. বর্ধমান উদয়চাঁদ মহিলা কলেজের প্রথম অধ্যক্ষা কে ছিলেন? কবে?
৫. বর্ধমান জেলার ১৮৬৯ সালে কোন তিনটি পৌরসভাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়? কবে কবে?
৬. আন্তর্জাতিক শিশুপাঠ্য পুস্তক দিবস কবে পালিত হয়?
৭. আধুনিক অলিম্পিক প্রথম কোথায় কবে শুরু হয়? এই অলিম্পিকের জনক কাকে বলা হয়?
৮. প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু হয়?
৯. ভারতে প্রথম লোকসভা নির্বাচন কত সালে হয়? বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্র থেকে কে জয়ী হন? কাকে পরাজিত করেন? কত ভোটে?
১০. ১৯৫২ সালে বর্ধমান জেলায় কটি লোকসভা কেন্দ্র ছিল? কী কী?
১১. ১৯৫৭ সালে বর্ধমান জেলায় কটি লোকসভা কেন্দ্র হয়? কী কী?
১২. কত সালে বর্ধমান জেলায় আউশগ্রাম(তপঃ) লোকসভা বন্ধ হয়ে যায়? তখন আর কোন কেন্দ্র হয়? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

### সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ ও পশ্চিমবঙ্গ

# নারী সমাজের ওপর সংগঠিত অপরাধ

**প্রবীরদাস ঘোষ**

পশ্চিমবঙ্গে বিগত দু'বছরের রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতি হিটলারের ন্যাৎসিবাহিনী কর্তৃক ইহুদিদের ওপর পরিচালিত চরম অত্যাচারের অভিজ্ঞতা-পুষ্ট হান্না অ্যারেন্টের 'সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ' (Totalitarianism)-এর তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিকটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে অস্বস্তিকর ভয়ের যে পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে তা সর্বনিয়ন্ত্রণবাদেরএকটি অন্যতম উপাদান। তীব্র সন্ত্রাস ও তাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার নীতির সমন্বিত রূপ হিসাবে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থায় সন্ত্রাস যে বিরোধীদের শুধু দমন করে তাই নয়; উন্মত্ত প্রতিহিংসা নিয়ে সন্ত্রাস চালানো এবং সন্ত্রাসকেই 'স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য' বলে প্রচারিত করা হয়। সন্ত্রাসের রাজত্বকেও আদর্শ ব্যবস্থার তকমা দেওয়া হয়, এই সন্ত্রাসমূলক ব্যবস্থাকে শুধু রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রেই নয়—মানবজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ইতিহাসের 'স্বাভাবিক নিয়ম' বলে প্রচার চালানো হয়।

২০১১-এর মাঝপর্বে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পরপরই সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী শাসন কায়েমের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বদের নির্বিচারে হত্যা, মিথ্যা অভিযোগে তাদের জেলবন্দী করা, বাসস্থান পুড়িয়ে দেওয়া, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চিকিৎসকদের ভীতি প্রদর্শন ও সৎ-দক্ষ চিকিৎসককে পদ থেকে অন্যায়ভাবে অপসারণ (বাঙ্গুর হসপিটাল), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষদের ওপর বেপরোয়া শারীরিক নিগ্রহ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ক্রমান্বয়িক ভীতি প্রদর্শন, ছাত্র-নেতাদের হত্যা করা ও বিরোধী ছাত্রগোষ্ঠীকে শেষ করে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে বিরোধীদের নিকেশ করার প্রক্রিয়া চলে। বার্তাটা ছিল এই যে রাতের অন্ধকার নয়—প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ত্রাসকে এমনভাবে সংগঠিত করা, যাতে অন্যান্যরা ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে বিরোধিতা করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে।

সন্ত্রাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ মদতে শুরু করা হয়েছে নারীসমাজের ওপর সংগঠিত অপরাধ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আজ নারী ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, যৌন অত্যাচার ও নারীহত্যার সূতিকাগার। সন্ত্রাসের এক নবতম রূপ নামিয়ে আনা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। সন্ত্রাসের এই কার্যাবলীকেও 'স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য' করে তোলা হচ্ছে 'ছোট ঘটনা', 'সাজানো ঘটনা' ইত্যাদি বলে। National Crime Records Bureau সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে—পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ২ জন মহিলা ধর্ষিতা হচ্ছেন। নারীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে অবিশ্বাস্যরকম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা হচ্ছে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে। ২০১২ সালে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থানে রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নারীদের বিরুদ্ধে ৩০,৯৪২টি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে (যার মধ্যে ২০৪৫ টি ধর্ষণ) যা সারা ভারতে এই ধরনের মোট অপরাধের ১২.৬৭ শতাংশ। একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যানে NCRB দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কতটা এগিয়ে রয়েছে। পরিসংখ্যাটি এইরূপ—

| | |
|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গ | : ৪১.৬ শতাংশ |
| আসাম | : ৩৭.৬ শতাংশ |
| কেরালা | : ২০.৮ শতাংশ |
| বিহার | : ১৮.৫ শতাংশ |
| উত্তরপ্রদেশ | : ১৫ শতাংশ |
| ওড়িশা | : ১৯.২ শতাংশ |
| ঝাড়খণ্ড | : ৮.১ শতাংশ |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | : ৬.২ শতাংশ |
| মধ্যপ্রদেশ | : ৫.১ শতাংশ |

উল্লেখযোগ্য যে, ২০১১ জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে এমন পরিসংখ্যান অনুযায়ী — ধর্ষণ : ১৬১২, শ্লীলতাহানি : ৩৩৪৫, যৌন হেনস্থা : ২০০, উত্যক্ত করার ঘটনা ৫৫৬। ২০১০ সালের তুলনায় ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গে নারীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধ ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা ভারতে যেখানে ধর্ষণজনিত অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ শতাংশ— সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৪ শতাংশ। শ্লীলতাহানির ঘটনা সারা ভারতে বৃদ্ধি পেয়েছে ২৪ শতাংশ—পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে ৫২ শতাংশ। যৌন হেনস্থার ঘটনা সারা ভারতে কমেছে ১৪ শতাংশ সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৮ শতাংশ। নারীদের ওপর শারীরিক-মানসিক অত্যাচার ও হত্যার ঘটনার হার সারা ভারতে ৫.৪ শতাংশ—পশ্চিমবঙ্গে তার হার ১৯.৯ শতাংশ। সার্বিকভাবে নারীদের বিরুদ্ধে সবধরনের হিংসাত্মক অপরাধের হার সারা ভারতে সেখানে ৮.২ শাতাংশ—পশ্চিমবঙ্গে তা ২১.৬ শতাংশ।

সন্ত্রাসের একটি নবতম রূপ হিসাবে নরীদের ওপর নামিয়ে আনা বর্বরোচিত অপরাধগুলিকেও স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা হচ্ছে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকে। বলা হচ্ছে এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদে এমনটাই করা হয়ে থাকে। নির্বিচারে ইহুদি হত্যা, ইহুদি রমণীদের ওপর বলাৎকারকে হিটলারের ন্যাৎসিবাহিনীও স্বাভাবিক ঘটনা বলে প্রচার করেছিল। যদিও নারীসমাজ সহ যে-কোনো সামাজিক সুস্থ মানুষ এই অপরাধকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারে না। বস্তুত সর্বনিয়ন্ত্রণবাদে মানুষের মনের ওপর যে অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগ চলে, তাতে মানুষ যে কেবলমাত্র রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাই নয়, সামাজিকভাবে তারা একাকীত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যায়। তাদের সাধারণ বোধ হারিয়ে যায়। গোষ্ঠীজীবনের চেতনা ও যোগাযোগের চেতনা তারা হারিয়ে ফেলে, ফলে সমাজে যা ঘটছে বা ঘটবে তাকে তারা মেনে নেয়। প্রতিরোধ করার মতো মানসিক শক্তি আর থাকে না। প্রতিটি ঘটনার মধ্য দিয়ে ভয়কে মানুষের শিরদাঁড়ায় পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টা চলে। মানুষের মনের বিকল এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদীরা তাদের আধিপত্য স্থাপনে অগ্রসর হয় ও সন্ত্রাসের লৌহশক্তি দিয়ে মানুষের বহুত্বকে ধ্বংস করে মানুষের জীবনকে পশুর জীবনে নামিয়ে আনে। (হান্না অ্যারেন্ট)

বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজের প্রগতিশীল অংশকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী এই বর্বরোচিত আগ্রাসন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিয়ত লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে আসা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান 'সময়' এই দাবি নিয়েই প্রতীক্ষমান।

## আইনজীবীদের সভায় বিকাশ ভট্টাচার্য

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ মার্চ :** পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘের বর্ধমান জেলা কমিটির আহ্বানে কোর্টকম্পাউণ্ড ভবদীশ ভবনে 'এই সময় এবং আইনজীবীদের কর্তব্য' বিষয়ক একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, দেশের যে কোনো সঙ্কটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে আইনজীবীরা। শুধু ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নয়, দেশে দেশে মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের একটি বড় অংশ আইনজীবী।

গণতান্ত্রিক প্রশাসন মানে ৫ বছর পর পর ভোট নয়। চূড়ান্ত সংখ্যাধিক্যের মতামত সংবিধানকে নস্যাৎ করতে উদ্যোগ নিয়েছে, যে সংবিধান তৈরি হয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সংবাদমাধ্যম আজ মতামত-সহমত তৈরি করছে। এ ক্ষেত্রে মানুষকে বিধিসম্মত পরামর্শ দিতে পারেন আইনজীবীরাই। কথা বলার সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে এই নির্বাচনে।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সেখ সাইদুল হক, সংগঠনের সভাপতি তাপস ব্যানার্জী, সম্পাদক সিদ্ধার্থ রায়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী শিব কুমার সাউ সহ কালনা, কাটোয়া ও বর্ধমানের কোর্টের আইনজীবীরা।

## নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করায় রক্তাক্ত সাংবাদিকরা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২ এপ্রিল :** আজ ইস্পাতনগরীর প্রান্তিকা বাসস্ট্যান্ডে নারী-লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করে রক্তাক্ত হলেন সাংবাদিকরা। স্থানীয় টিভি চ্যানেলের জনৈক সংবাদপাঠিকা যখন মিনিবাসে উঠছিলেন তখন ঐ বাসের এক কর্মী মোবাইলে তাঁর ছবি তোলে। তিনি ও কয়েকজন সাংবাদিক এসে তার প্রতিবাদ করলে, কয়েকজন বাসকর্মী তাঁদের উপর আক্রমণ চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায়, দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে জখম সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিক দেবাশীষ পান্ডা, অর্পণ চ্যাটার্জী ও বিপ্লব দাসকে ভর্তি করা হয়। পরে পুলিশ অভিযুক্ত দুই বাসকর্মী দীপক দাস ও ডালিম খাঁকে গ্রেফতার করে।

# হাম হোঙ্গে কামিয়াব!

শিবানন্দ পাল

—তারকা প্রার্থীর ভিড় বাংলার ঐতিহ্যবাহী রাজনীতির দেউলিয়াপনা। নাকি গোষ্ঠী কোন্দলের টোটকা! সস্তায় চটকদার রাজনৈতিক রণকৌশল এতদিন একচেটিয়া ছিল দক্ষিণের রাজ্যগুলির রমরমা ট্রাডিশন। রাজনীতি সচেতন বাংলা কি এবার সেই পথে হাঁটা শুরু করবে? হাজার টাকার প্রশ্ন!

আড্ডার শুরুতে ব্রজদা সভাপতি সুলভ গাম্ভীর্যে কথাগুলি বলে উপস্থিত গগনদা, প্যালা, ক্যাবলা এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

আমরা এই হাসির অর্থ জানি। বুঝলাম আড্ডায় আজকের আলোচ্য বিষয় রাজনীতির দেউলিয়াপনা!

গগনদা বললেন, রাজ্যে শাসক দল তৃণমূল চমক দিয়েছে বলে মনে করলেও একটা অসংগঠিত রাজনৈতিক দলের দেউলিয়াপনা বোঝাতে এবং সংগঠনে গোষ্ঠী কোন্দল চাপা দিতে এই পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে এটা স্পষ্ট। এই পদ্ধতি রাজনৈতিক টোটকা হিসাবে কাজে দেবে এমন তো মনে হয় না।

প্যালা বলল, আমার কিন্তু একটা কথা বলার আছে।

ব্রজদা বললেন, একটা কেন! তুই দশটা কথা বলতে পারিস। তবে বিষয়ের কথা বলতে হবে।

—আমার কথা হল ...। বলে প্যালা থামল। তারপর বলল, দেখুন সমাজে গণ্য-মান্য কেষ্ট-বিষ্টু বলে যাঁদের ভাবতাম, দেওয়ালে কাগজ কেটে ছবি সাঁটতাম। সিনেমায় অভিনয় দেখে হাততালি দিতাম। নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ছাড়া যাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে আসার কথা ভাবতেই পারতেন না তাঁরা যে এত দেউলিয়া মানসিকতার সেটা জানা ছিল না। এবারের লোকসভা নির্বাচন এই প্রখর দেউলিয়াপনাকে উলঙ্গ ভাবে প্রকাশ করে দিল।

—বাপরে! প্যালার গুরুগম্ভীর কথা শুনে আমার মাথায় এক ঝাঁক ঝিঁ-ঝিঁ পোকার কান্না শুরু হলো। আমি বললাম, সাবাস প্যালা! আড্ডার আগেই তুই প্রথম ওভারে ছক্কা হাঁকালি। ব্রজদা এবার জবাব দাও!

ব্রজদা হাসছিলেন। গগনদা হাসতে হাসতে বললেন, রাজনীতি হল ক্ষমতার কেন্দ্র। মানুষ যতই কেষ্টবিষ্টু হোক ক্ষমতার বৃত্তে থাকা পছন্দ করে। বিশ্বায়ন গত দুই দশকে প্রতিটি মানুষের চারপাশে একটি সহজাত নিরাপত্তা-হীনতার বলয় তৈরি করে দিতে সক্ষম হয়েছে। সমাজের উপরের অংশ এর আঁচ পাচ্ছেন প্রত্যক্ষভাবে। নিচের অংশের মানুষ টের পাচ্ছেন স্তরের তারতম্যের মধ্যে। এই নিরাপত্তাহীনতার বলয় এক ধরনের নীরব সন্ত্রাস। এর বাইরে বের হবার সুযোগ পাওয়ায় তাই ওঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

ক্যাবলা বলল, আমারও একখান কথা আছিল!

—বলে ফেল! গগনদা বললেন।

ক্যাবলা বলল, আমাগো অনিল চ্যাটার্জী, অনুপকুমার ভোটে খাড়ায়ে ছিল। ত্যাখন এমন মনে হয়নি।

—ঠিক ঠিক। ব্রজদা সমর্থন করে বললেন। বাংলার সুস্থ সুষ্ঠু সামাজিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে ওঁদের মানুষ মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি যা দেখা যাচ্ছে তারকাদের লোকপ্রিয়তাকে রাজনীতি ব্যবহার করতে চাইছে। বিষয়টি এখানেই গুরুত্ব তৈরি করেছে।

—আমার মনে হয় এটা দেউলিয়া মানসিকতার পরিচয়, প্যালা বলল। শাসকদল যেভাবে ধূমকেতুর জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষমতায় বসেছে, তারপর পেশী শক্তির উদ্যোগে পুলিশ, প্রশাসনের যৌথ প্রচেষ্টায় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ব্যবহার করে তৃণমূল স্তরে ক্ষমতাধিকার করেছে যে দল, রাজনৈতিক পরিপক্কতায় তাদের মুখে চুনকালি লেগেছে। পুলিশ প্রশাসনের মুখেও যে চুনকালি লেগেছিল তাকে এই লোকসভা নির্বাচনে 'সফেদ' করার সামান্য প্রচেষ্টা থাকবেই। যেহেতু এটা লোকসভার নির্বাচন তাই দেউলিয়া রাজনীতির মরিয়া প্রচেষ্টা এখন সফেদ হওয়ার।

—আসল কথা হল ক্ষমতার স্বাদ কারা পেতে চাইছেন?

—তার সঙ্গে এই প্রশ্নও তো করা যায়—চিরাচরিত শাসক দলের বিরুদ্ধে জনমতের যে ক্ষোভ এখন ফেটে পড়ছে সেই ক্ষোভের অভিমুখ ছত্রভঙ্গ (দুর্বল) করে দেবার জন্য শাসক দলের এই প্রয়াস আসলে প্রলোভনের রাজনীতি।

—হান্ড্রেড পার্সেন্ট। দেশের আইনসভায় যখন নতুন আইন প্রণয়নের প্রশ্ন আসবে সে সময় এই রাজনৈতিক অতিথি তারকারা বসে বসে ঘুমোবেন, না আইনের কূট প্রশ্ন নিয়ে তর্কাতর্কি করবেন!

—দেশের জনসংখ্যার বিপুল অংশ তরুণ এবং কর্মপ্রত্যাশী। তাদের কর্মসংস্থানের জন্য এঁরা সংসদে কী করবেন?

—আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার বা শিশুমৃত্যুর হার প্রতিবেশীদেশ নেপাল বা বাংলাদেশের থেকেও অনেক বেশি। এদেশে শিশুদের অর্ধেকই অপুষ্টির শিকার। এসব বিষয়ে এঁরা সংসদে বলবেন?

—ভারতে মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ১ শতাংশ ব্যয় হয় জনস্বাস্থ্য খাতে। ফলে চিকিৎসা বাবদ এদেশে ব্যক্তিগত খরচ অনেক বেশি। এ সম্পর্কে এঁদের কোনো ধারণা আছে? এঁরা রাজনীতির বাইরের জগতের মানুষ। রাজনীতি করাটাও পূর্ণ সময়ের পেশা—এটা এঁরা মনে করেন?

—লোকসভা আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রাণকেন্দ্র। দেশ কোন পথে চলবে সেই নীতি নির্ধারণ হয়। রূপালী পর্দার আকর্ষণ ছেড়ে এঁরা তখন লোকসভায় সময় দেবেন? তোমার কী মনে হয়!

ব্রজদা এবার মুখ খুললেন। বললেন, এসব তো তোদের ভাবনার কথা বলছিস। আমি জানতে চাইছি মানুষ কী ভাবছে? বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম?

—একটা বড় অংশই 'চমক'-এর উত্তেজনায় এদের সামান্য স্পর্শ পেতে মরিয়া হয়ে নেমে পড়েছে। তবে...

—কী তবে? ব্রজদা জানতে চাইলেন।

ক্যাবলা বলল, ভোটের দিন যত এগিয়ে আসবে মানুষ ভাবতে বাধ্য আজ যাকে ভোট দেব আগামী পাঁচ বছর সে কী করবে? সুতরাং ...

—সুতরাং সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তির কাছে এঁরা পরাস্ত হবেন! প্যালা জোরের সঙ্গে ক্যাবালার কথার রেশ টেনে দিল।

—গগনদা প্রশ্ন করলেন, চমকের আবেগ কেটে যাবে বলছিস?

প্যালা বলল, বাংলার রাজনীতির ঐতিহ্য বামপন্থী। সেই বামপন্থার জয় অবশ্যম্ভাবী।

ক্যাবলা বলল, জলে ডোবা মানুষ দমবন্ধ সন্ত্রাস থেকে মাথা ফুঁড়ে জেগে উঠেছে। সে মানুষ এখন মরিয়া। আর কোনও আবেগ, কোনও ধর্মীয় টানাপোড়েন তাকে পিছনে টেনে ধরে রাখতে পারবে না। সততার সাদা পোষাকে এখন রক্তের দাগ। নারীর সম্মান, বেকারদের কাজ, শিল্প কৃষি ভুলুণ্ঠিত, সরকারি কর্মচারীদের মাগগি ভাতা, সর্বোপরি সারদার কেলেঙ্কারি। কেউ আজ ছেড়ে কথা বলবে না।

ব্রজদা বললেন, বলছিস!

—দেখে নিও! হান্ড্রেড পার্সেন্ট নয়, টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট! প্যালা লাফিয়ে উঠলো।

ক্যাবলা বলল, হাম হোঙ্গে কামিয়াব!

আমরা সবাই গলা উঁচিয়ে বলে উঠলাম—হাম হোঙ্গে কামিয়াব।

দেখি ব্রজদাও আমাদের সঙ্গে গাইছেন।

## জেলা জুড়ে অস্ত্র উদ্ধার : চিন্তায় প্রশাসন



**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ এপ্রিল :** গোটা জেলাজুড়ে লোকসভা ভোটের মুখে আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিভিন্ন অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় প্রশাসনের চিন্তার ভাজ পড়েছে কপালে। অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি প্রেসের স্টিকার লাগানো গাড়িও পুলিশ আটক করেছে। পুলিশ সূত্রের খবর প্রেসের স্টিকার লাগানো গাড়ি থেকে গুলি ভরা পাইপগান উদ্ধার করেছে ভাতাড় থানার পুলিশ। দুপুরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তল্লাশি চালানোর সময় শিলিগুড়ি থেকে কলকাতামুখী ওই গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে তল্লাসি করা হলে আগ্নেয়াস্ত্র মেলে। তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত একজনের কাছে একটি প্রেসকার্ডও মেলে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে সেটি ভুয়ো না আসল। গত তিনমাসের মধ্যে নির্দিষ্ট মামলায় মোট ১৩৮৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৫৬৬৬ জনকে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ৬০টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১১২টি গুলি, ২৫৩টি বোমা উদ্ধার হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা ৩৪, ৪১টি গুলি উদ্ধার হয়েছে এবং বোম ২০৭টি। অন্যদিকে গত দু'দিনে অভিযান চালিয়ে পুলিশ সব মিলিয়ে ৫৪টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৭০টি গুলি এবং ১৮১টি বোমা উদ্ধার করেছে। জেলায় সমস্ত থানাকে বলা হয়েছে ভোটের আগে গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকা ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। অন্যদিকে ভোটের মুখে সমস্ত থানায় লাইসেন্স রয়েছে এমন আগ্নেয়াস্ত্র জমা নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছে। ২ এপ্রিল মেমারি থানার পুলিশ হাইওয়েতে একটি মোটরবাইক উদ্ধার করে। রায়না থানার পুলিশ বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করে।

## ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমিরের সামনে পড়ার মতো অবস্থা তৃণমূল প্রার্থী সুনীল মণ্ডলের

**আলেক শেখ, কালনা, ৪ এপ্রিল :** দিনে বারো ঘন্টা জল, প্রতিটি গরিব মানুষের বাড়ি, ভাগীরথী চর উচু করে সেখানে পার্ক নির্মাণ, নতুন বাসস্ট্যাণ্ডকে আবার পুরানো বাসস্ট্যাণ্ডে ফিরিয়ে আনা, স্বচ্ছ প্রশাসন সহ একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিগত পুরসভা নির্বাচনে কালনা পুরসভায় ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। এর কিছুদিন পরেই এসে যায় বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতির তালিকা বাড়িয়ে বলা হয়—ভাগীরথী নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ ও নদী ভাঙন প্রতিরোধ করা হবে। পুরসভার চার বছর এবং বিধানসভা নির্বাচনের তিন বছর পার হয়ে গেলেও একটা প্রতিশ্রুতিও পালিত হয়নি। কালনা পুরসভার পুরপতি বিশ্বজিত কুণ্ডু এবার কালনার বিধায়ক। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের প্রাককালে তাঁকে এবং তাঁর দলকে মানুষের কঠিন প্রশ্নের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। কারণ একটা প্রতিশ্রুতিও পালিত হয়নি। কালনার মানুষের অভিযোগ, বামফ্রন্ট বোর্ডের আমলে নির্মিত প্রকল্পের দেখভাল হচ্ছে না। পুরসভার কিছু স্থায়ী সম্পদও বিক্রি হয়ে গেছে।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুনীল মণ্ডল ভোট প্রচারে কালনায় এসে হালে পানি পাচ্ছেন না। মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতার কঠিন কঠিন প্রশ্নের মুখে তাঁকে পড়তে হচ্ছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও বিড়ম্বনার পড়ে যাচ্ছেন। তাই কালনার তৃণমূলিদের ভোট প্রচার এখন বিরোধীদের লেখা দেওয়াল মুছে দেওয়া, সেখানে গায়ের জোরে লিখে দেওয়া, বামকর্মীদের শাসানি, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কালনায় তৃণমূল প্রার্থীর একবার ঘুরে যাওয়ার পর আর তাঁকে দেখা যায়নি।

দলবদল করার ইনাম হিসাবে তৃণমূলের টিকিট পেয়েই সুনীল মণ্ডল কালনায় এসেছিলেন। তিনি কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে নিয়ে স্থানীয় বিধায়কের বাড়িতে কর্মিসভা করে ভোটপ্রচারে বেরিয়েছিলেন। সরাসরি টেট কেলেঙ্কারি, অনুরিয়ণ্ণের নজির তুলে ধরে সুনীলবাবুকে মানুষ বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। বেগতিক দেখে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব তাঁকে শহর থেকে সরিয়ে ভাগীরথীর ঘাটে নিয়ে যান। তাঁকে ট্রলারে চাপিয়ে প্রায় তিন ঘন্টা জল অভিযান চালিয়ে কলডাঙা নতুনচর গ্রামে পৌঁছান। সম্পূর্ণ কৃষিজীবী অধ্যুষিত গ্রামে প্রার্থীকে পেয়ে গ্রামবাসীরা প্রশ্ন করেন, নদী ভাঙন প্রতিরোধের কী হলো? গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নদী ভাঙন রোধ করা হবে বলে। সুনীলবাবু কোনো উত্তরই দিতে পারেননি। কালনায় নিজের ভোট প্রচারে এসে সুনীলবাবুর যেন ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমিড়ের সামনে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তারপর কালনায় আর সুনীলবাবুকে দেখা যায়নি।

## মোহভঙ্গ ঘটেছে কালনার সবজি চাষি এবং বিড়ি শ্রমিকদের

**আলেক সেখ, কালনা :** পরিবর্তনের পর তিন বছরেই মোহভঙ্গ ঘটেছে কালনার সবজি চাষি এবং বিড়ি শ্রমিকদের। লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে মুখের মতো জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি কালনা শহরের সাকিলা, হাসিনা, মর্জিনা সহ পূর্বস্থলীর অসংখ্য বিড়ি শ্রমিকরা। বাড় বাড় প্রতারিত হয়েছে শাসক দলের নেতাদের প্রতিশ্রুতিতে। যেটুকু মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে লালঝাণ্ডার পতাকার আন্দোলনে। পরিবর্তনের পর মহাজনরা এখন কথা শুনছে না। নেতারাও মহাজনদের কাছে বিকিয়ে আছে। শেষমেষ মোহভঙ্গ ঘটে। আবার তারা লালঝাণ্ডার পতাকার তলায় আন্দোলন করছে।

সি আই টি ইউ অনুমোদিত বিড়ি শ্রমিকদের কালনা জোনাল সম্পাদক অরুণাভ চক্রবর্তী জানান, কালনা ও পূর্বস্থলী মিলিয়ে দশ হাজার বিড়ি শ্রমিক আছে। এদের সঙ্গে সারা বছর আমরাই থাকি। বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদান করেছি আমরাই। শেষ বামফ্রন্টের আমলে সংসদে তৃণমূলি সাংসদ কাকলি ঘোষ দোস্তিদার তৎপরতায় রাজ্য সরকারের হাত থেকে কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ দপ্তরের হাতে চলে যায়। ফলে এখন পরিচয়পত্র পেতে হয়রানি বাড়ছে। সি আই টি ইউর আন্দোলনেই মজুরি ৭৫ টাকা থেকে ১০০ টাকা হয়। এরা ক্ষমতায় এলে মালিকরা শুধুই হুমকি দেয়। ফলে মালিকের দালাল তৃণমূলিদের বিরুদ্ধে এবার আমরা আবার লালঝাণ্ডার তলায় সামিল হয়েছি। লোকসভা নির্বাচনে শ্রমিকদের দলকেই ভোট দেওয়ার জন্য জোট বাঁধছি।

কালনার আর এক বড় অংশ শ্রমজীবী মানুষ সবজি চাষি। পরিবর্তনের সরকারের জন্য তাঁরাও বুক বেঁধেছিলো। দিদির প্রতিশ্রুতিতে তাঁরা আশার মোহে পড়েছিলো। তিনবছর পেরিয়ে গেলেও এখনও কিষাণমাণ্ডি হয়নি। এমনকি বীজ খামাড়েও গরু, ছাগল চড়ছে। দখলদারি নিয়ে বীজ খামারও অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ফলে বুঁকবাধা সবজিচাষি যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই আছে। চাষে দ্বিগুণ খরচ বাড়লেও সবজির দাম দিনের পর দিন ছ'কড়া, ন'কড়ায় দিতে হচ্ছে। কিষাণ মাণ্ডি হলে ছ'কড়া, ন'কড়ায় দিতে হোত না। কালনার নিভুজিবাজারের কৃষক হাজি জামাত মোল্লা জানান, কালনায় একটি নিয়ন্ত্রিত বাজার আছে। সেখানেও দখলদারি নিয়ে তৃণমূলিদের লড়াই। নিয়ন্ত্রিত বাজার বাড়লে চাষিরা দাম পায়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবার আমাদের মোহভঙ্গ ঘটেছে। সুযোগ পেলে ভোটবাক্সে জবাব দেব। চাষিরা অভিযোগ করেন এই সরকার কৃষকদের স্বার্থ না দেখে শুধুই মেলা করে বাজে খরচ করছে। কৃষি আধিকারিকরা এখন বেশি ফাঁকি দিচ্ছে।



এই সরকারের আমলে গরিব কৃষকের দুর্দশা বেড়েছে। তাই এবার আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে না ভুলে বামপন্থী প্রার্থীর হয়ে তারা জোট বেঁধেছে।

# নির্বাচন কমিশন কি পারবে ...

—প্রথম পাতার পর

পি কে ফুলের তোরা এবং মালা দিয়ে সংবর্ধিত করে বিজয়ী কাউন্সিলাররা।

তৃণমূলি নেতা, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, দোলা সেন, অনুব্রত মণ্ডল প্রমুখের নামে বার বার অভিযোগ জানালেও কোনো ফল হয় নি। নির্বাচনবিধি লাগু হওয়ার পর ২২ দিন কেটে গেলেও এখনও সরকারি, পুরসভা, অফিস, স্কুল ও সরকারি ভবনগুলিতে আকছার ছবি, পোষ্টার, দেওয়াল লিখন রয়েই গেছে। আবার ৫ এপ্রিল সংস্কৃতিতে তৃণমূলি সভাতে পর্যবেক্ষক অলোক দাস, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন-১৬ মের পর এমন আগুন জ্বালাবো, এমন ব্যবস্থা নেব রাজনীতি করা শিখিয়ে দেব। এখন দেখার কমিশন ব্যবস্থা নেয় কি না।

বর্ধমান সদরের মেনকা মেটে। বয়স ৮৫। পেটপুরে না খেতে পাওয়ায় চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। সাংবাদিক শুনে একটু ভরসা পেয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন পঞ্চায়েতে তৃণমূলের ছেলেরা ভোট দিয়ে দিয়েছে। এবার হুমকি দিয়ে গেছে, ভোট কোথায় দেবে আমরা সব জেনে যাবো। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেব। ওদেরকে বলেছি তোমাদেরকে দেব। প্রশাসন যদি নিজের ভোট নিজে দিতে পারা সুনিশ্চিত করতে পারে তাহলে সব হিসেব পাল্টে যাবে। পঞ্চায়েতে ভোট লুট করার জবাব দেব। গরিবের সেই সম্মান আর নেই। এবার ভুল শোধরাবার পালা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বর্ধমান শহরের এক ভোটার বললেন, ৩১মার্চ মিছিলে যাওয়ার জন্য তাঁর বাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে। অনেকের বাড়ি আক্রমণ করেছে তৃণমূলিরা। অভিযোগ করেও ফল মেলেনি। পুরভোটে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে গেলাম, পুলিশের সামনেই ওরা আমার ভোট দিয়ে দিল। এবার অবাধ নিরপেক্ষ ভোট হলে ভোট লুট করার জবাব দেব।

কুড়মুনে বামপন্থীদের মিছিলের ওপর হামলা হয়েছে। অভিযোগ জানালে পুলিশ তাদেরকেই মেরেছে। এরকম অজস্র উদাহারণ আছে যা লিখেও শেষ করা যাবেনা। কেতুগ্রাম-১,রানিগঞ্জ, ভাতার, রায়না, খণ্ডঘোষ,জামালপুর, মেমারি, মন্তেশ্বর, কালনা প্রভৃতি এলকায় তৃণমূলি দষ্কৃতীরা সন্ত্রাস সমানে চালাচ্ছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয়।

বর্ধমান শহরের সিপিআই(এম)জেলা কমিটির নেতা কালিশঙ্কর পাল পোস্টার ছেঁড়াড় বিরোধিতা করতে গেলে মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। বাদ যায় নি বাড়ির মহিলারা। অভিযোগ নিস্ফল। মাধবডিহি থানাতে প্রার্থীসহ হাজার পাঁচেক মিছিলের ওপর বোমাবাজি হয়েছে। অভিযোগ করেও ফল মেলেনি। বাড়িছাড়াদের পুলিশ এখনোও বাড়ি ফেরাতে পারেনি। অথচ শাসকদলের সন্ত্রাস,বোমাবাজি বেড়েই চলেছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে পথনাটিকা, ট্যাবলো করা হচ্ছে। এমনকি আঙুলে ভোটদানের কালি দেখাতে পারলে কেনাকাটার ওপর ছাড় মিলবে বলা হচ্ছে। অন্যদিকে শাসকদলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে মার খাচ্ছেন বিডিও। মুখ্যমন্ত্রী বিডিওকে বলছেন হিংসুটে দৈত্য। ফলে প্রশাসনের এই দ্বিচারিতায় ভোটাররা ভরসা পাচ্ছেন না।

আসলে শাসকদল ভয় পেয়েছে। তাই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কোনো সদিচ্ছা নেই অবাধ ভোট করার। একদিকে নির্বাচন কমিশনের চাপ অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রির চাপে প্রশাসন একেবারে স্যাণ্ডউইচ। তবে কি ভোটের পরেও প্রশাসন দিদির কোপে না পড়ার পথটা শ্রেয় বলে মনে করছেন? এরকম দলতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র এর আগে মানুষ দেখেনি। উঠছে প্রশ্ন। রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা ছাড়া কমিশনের অবাধ ভোট করা যে সম্ভব নয় তা দিনের আলোর মত পরিষ্কার সবার কাছে।

তবে একটাই শুভ লক্ষণ। ভোটারের মুখে মুখে ঘুরছে, নির্বাচন কমিশন যদি অবাধ, নিরপেক্ষ ভোটের ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে শাসকদলের কপালে যে চিন্তার ভাঁজ পড়বে সে সম্পর্কে সকল ভোটার একমত।

# বাম-গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের আহ্বান

—প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে, সংসদের বাইরে ও ভেতরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং শ্রমিক ও জনস্বার্থবাহী বিকল্প নীতি তুলে ধরে কেন্দ্রে কং-বিজেপির বিকল্প সরকারের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, শ্রমিক বিরোধী কং-বিজেপি-তৃণমূলকে পরাস্ত করে কেন্দ্রে বাম-গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প সরকার গঠনের লক্ষ্যে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল সংখ্যায় জয়ী করার জন্য শ্রমিকশ্রেণিকে আহ্বান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন জীবন আইচ। আলোচনাসভা আয়োজন করেছিল সি আই টি ইউ, এ আই টি ইউ সি ও ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ইউনিয়নগুলি।

## ১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। বর্ধমান পুরসভা; ২। ১৮৫৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর; ৩। ১৮৬৫ সালের ১ মে; ৪। অনুপমা বসু জুলাই ১৯৫৫—জুন ১৯৬০; ৫। দাঁইহাট (৫ মার্চ), কালনা (১২ মার্চ), কাটোয়া (১৩ মার্চ); ৬। ২ এপ্রিল; ৭। গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে, ১৮৯৬ সালের ৬ এপ্রিল, ব্যারণ পিয়ের দ্য কুবের্তাইন; ৮। ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল, বাংলাদেশের পাবনায়, মৃত্যু ২০১৪ সালের ১৭ জানুয়ারি; ৯। ১৯৫২ সালে, অতুল্য ঘোষ (কংগ্রেস দলের) মনমোহন দাস (কংগ্রেস দলের) কে। ১৭,৪৬৪ ভোটে; ১০। ২টি, বর্ধমান লোকসভা এবং কালনা-কাটোয়া লোকসভা; ১১। বর্ধমান লোকসভা, আসানসোল লোকসভা এবং আউশগ্রাম (তপঃ) লোকসভা; ১২। ১৯৭৭ সালে, দুর্গাপুর (তপঃ) লোকসভা কেন্দ্র হয়।

মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের সভায় সাইদুল হক

# শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থবাহী সরকার চাই

**নিজস্ব সংবাদদাতা :** ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ও য়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল সেল্স রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের বর্ধমান শাখার সদস্যবৃন্দ ৩ এপ্রিল বর্ধমান টাউন হলে একটি সভায় মিলিত হন। সংস্থার রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি দেবাশিস চ্যাটার্জী প্রারম্ভিক ভাষণে মূলত ঔষধ শিল্পে কীভাবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বৃহৎ পুঁজি এবং বিদেশি পুঁজিকে লালন করছে, ছোট শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে একচেটিয়া বাজার দখল করেছে, মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলেছে, তা তুলে ধরেন। শ্রমিক কর্মচারীদের প্রকৃত মজুরি কমে যাচ্ছে। ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার-এর নামে মাত্র ২ শতাংশ ওষুধ এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবচেয়ে জরুরি ঔষধগুলি এর আওতায় আসেনি। শুধু তাই নয় প্রতিদিনই জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফেয়ার প্রাইস শপের মাধ্যমে বিরাট ছাড়ের নামে একটা লোকঠকানোর খেলা চালু করেছে। আগে যে ওষুধগুলি বিনে পয়সায় পাওয়া যেত তা আর পাওয়া যাচ্ছে না। রাষ্ট্রয়ত্ত ওষুধ সংস্থাগুলিকে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর বিগত ৩৪ মাস আমাদের রাজ্যে যে সরকার চলছে তারা তো আমাদের অনেকগুলি অফিস বন্ধই করে দিয়েছে। কাজের স্বাধীনতাও খর্ব করে দিয়েছে।

বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের প্রার্থী অধ্যাপক সাইদুল হক জানান ভারত ওষুধ তৈরিতে ৪র্থ স্থানে ছিল। প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার ওষুধ তৈরি হয় ভারতে। এখানকার ওষুধের দামও তুলনায় কম। ৪২ হাজার কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি হয় প্রতি বছর। ৯১ সালে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া শুরু হবার পরই বিদেশি হাঙ্গররা ভারতের প্রায় সবকটি ওষুধ কোম্পানিকেই কিনে নিয়েছে। ওরা একচেটিয়া ব্যবসা করবে। মুনাফার পাহাড় গড়বে। শুধু ওষুধ শিল্পই নয় ঠাণ্ডা পানীয়, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী— সবকটির প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলি কিনে নিচ্ছে বিদেশি একচেটিয়া প্রভূরা। আর এদেরই মদত দিচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। বিশ্বায়নের প্রতিটি ধাপেই উনি দিল্লিতে মন্ত্রী ছিলেন। পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ানো থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া— সবকটি প্রক্রিয়ার উনি শরিক ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে। সমস্ত শিল্প সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেশে শুধু মেলা সংস্কৃতি চালু করছেন। আর এদিকে বেকারবাহিনী স্ফীত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। গরিব মধ্যবিত্ত সব মহলই আক্রান্ত এই আমলে।

সভাশেষে সাইদুল হককে ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়।

By Courtsy

**S. K. Banerjee**

Burdwan

# তৃপ্তি দত্তর স্মরণসভা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান :** খণ্ডঘোষ এলাকার গণআন্দোলনের নেতা তৃপ্তি দত্তর প্রয়াণে কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রামে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৪ বছর। এক ছেলে, দুই মেয়ে এবং স্ত্রী বর্তমান। তিনি সি পি আই(এম) খণ্ডঘোষ পশ্চিম লোকাল কমিটির সদস্য ছিলেন। খণ্ডঘোষ জোনাল কমিটির উদ্যোগে ৫ এপ্রিল স্মরণসভা কার্যত নির্বাচনী সভার চেহারা নেয়। গণআন্দোলনে এলাকায় তিনি কতটা জনপ্রিয় ছিলেন মানুষের জমায়েতই জানান দেয়। বক্তারা সকলেই তাঁর আদর্শ, ত্যাগের কথা তুলে ধরেন। সভায় বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) খণ্ডঘোষ জোনাল কমিটির সম্পাদক দেশবন্ধু হাজরা, মহফুজ রহমান, অর্পণ প্রসাদ ঘোষ, সেখ শাহজাহান। সভাপতিত্ব করেন মির্জা জয়নাল হক।

# নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, পিতা প্রয়াত সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী, নতুনগঞ্জ, পগেয়া মহল রোড, পোঃ - নতুনগঞ্জ, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৭ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রয়াত পিতা সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী, পিতা - প্রয়াত হৃষিকেষ ব্যানার্জী, পূর্বরেলে প্রাক্তন কর্মী ৬.০২.৯৪ সালে প্রয়াত হন। আমার পিতার নামে একটি বাড়ি আছে যা বর্ধমান পৌরসভার নথিতে তার নাম লালু ব্যানার্জী নামে নথিভুক্ত হয়েছে। লালু আমার প্রয়াত পিতার ডাক নাম। এই এফিডেবিট বলে আমি ঘোষণা করছি যে সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী ও লালু ব্যানার্জী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি লতিফ আনসারি, পিতা প্রয়াত রমজান আনসারি, গ্রাম - বামুনিয়া, পোঃ - হিজলনা, থানা - রায়না, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার এপিককার্ডে ও রেশনকার্ডে ভুলবশত আমার নাম সেখ লতিফ, পিতা সেখ রমজান নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি লতিফ আনসারি, পিতা প্রয়াত রমজান আনসারি নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম। সেখ লতিফ, পিতা সেখ রমজান এবং লতিফ আনসারি, পিতা প্রয়াত রমজান আনসারি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি লতিফ আনসারি, পিতা প্রয়াত রমজান আনসারি, গ্রাম - বামুনিয়া, পোঃ - হিজলনা, থানা - রায়না, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার স্ত্রীর প্রকৃত নাম রহিমা খাতুন। রেশনকার্ডে আমার স্ত্রীর নাম ভুলবশত রেহিমা খাতুন, স্বামী সেখ লতিফ নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার স্ত্রী রহিমা খাতুন, স্বামী লতিফ আনসারি নামে সর্বত্র পরিচিত হল। রেহিমা খাতুন, স্বামী সেখ লতিফ এবং রহিমা খাতুন, স্বামী লতিফ আনসারি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি লতিফ আনসারি, পিতা প্রয়াত রমজান আনসারি, গ্রাম - বামুনিয়া, পোঃ - হিজলনা, থানা - রায়না, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম মোজাম্মেল আনসারি। রেশনকার্ডে আমার পুত্রের নাম ভুলবশত সেখ মোজাম্মেল, পিতা সেখ সাতিফ / সেখ লতিফ নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার পুত্র মোজাম্মোল আনসারি, পিতা - লতিফ আনসারি নামে সর্বত্র পরিচিত হল। সেখ মোজাম্মেল, পিতা সেখ সাতিফ / সেখ লতিফ এবং মোজাম্মোল আনসারি, পিতা - লতিফ আনসারি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি লতিফ আনসারি, পিতা প্রয়াত রমজান আনসারি, গ্রাম - বামুনিয়া, পোঃ - হিজলনা, থানা - রায়না, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম মুস্তাকিম আনসারি। রেশনকার্ডে আমার পুত্রের নাম ভুলবশত সেখ মুস্তাকিম, পিতা সেখ লতিফ নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার পুত্র মুস্তাকিম আনসারি, পিতা - লতিফ আনসারি নামে সর্বত্র পরিচিত হল। সেখ মুস্তাকিম, পিতা সেখ লতিফ এবং মুস্তাকিম আনসারি, পিতা - লতিফ আনসারি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

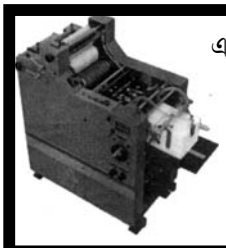

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

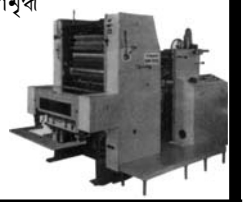

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা